দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...2.9 JUN 1991...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ব্যাপক দুর্নীতি

॥ রাজশাহী অফিস ॥

২৮ জুন।— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বই-পুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ে চরম ঘাপলা চলছে। এই ঘাপলার মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বহুল আলোচিত হলেও তাদের ধরার কেউ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর জন্য সমস্ত বই, জার্নাল, কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্ট ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য রীতিমত একটি কমিটি রয়েছে। কিন্তু এক শ্রেণীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই কমিটিকে পাশ কাটিয়ে যথেচ্ছভাবে এসব সামগ্রী ক্রয় করছেন। সম্প্রতি উদঘাটিত এমন একটি ঘটনাতেই বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫৫ লাখ টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে বলে জানা গেছে। ১৯৮৮-৯০ সালে বিদেশী বই, জার্নাল ও কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্ট ক্রয়ের জন্য চারটি এলসি'র মাধ্যমে ঢাকার মানিক ব্রাদার্সের ইনডেন্টের বিপরীতে ইংল্যাণ্ডের একটি প্রকাশনা সংস্থার অনুকূলে ৭৭ লাখ ২৩ হাজার ৩শ' টাকা অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। এই ইণ্ডেন্টের মাধ্যমে এলসি'র মেয়াদের মধ্যে মাত্র ২২ লাখ ২৩ হাজার টাকার বই ও জার্নাল পাওয়া যায়। বাকী মালপত্রের কোন খবর নেই। এলসি'র মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বহুদিন আগে। ১৯৭৪ সালেও এ ধরনের আরেকটি ঘাপলায় ১২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হয় বলে জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় মানিক ব্রাদার্সের যে ঠিকানা দেয়া হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই ঠিকানায় গিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কোন লোককে পাওয়া যায়নি। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিয়েও কথা উঠেছে।

এদিকে কথিত মানিক ব্রাদার্স কর্তৃক সরবরাহকৃত বইয়ের মূল্যও মূল দামের চেয়ে বেশী বিল করা হয়েছে। এভাবে হাজার হাজার টাকা বেশী আদায় করা হচ্ছে। অথচ এহেন প্রতিষ্ঠানটির সাথে নাকি পুনরায় ২৪ লাখ টাকার বইর জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ স্থানীয়ভাবে লাইব্রেরীর জন্য বিভিন্ন জিনিস কেনাকাটা করতে গিয়েও ঘাপলার আশ্রয় গ্রহণ করে চলেছেন নিয়মিতভাবে। বেনামীতে বই, সাময়িকী বাঁধাইয়ের কোটেশন গ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়া চলে। সম্প্রতি লাইব্রেরীর জন্য ১০ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে বাল্ব কেনার নামে। অথচ লাইব্রেরীতে শতকরা ৮০ ভাগই টিউব লাইট জ্বলে।

অন্যদিকে, লাইব্রেরীর জন্য এমন বহু টাকার বই ক্রয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে যাতে লাইব্রেরী সাব-কমিটির কোন অনুমোদন নেই। তাছাড়া যত টাকার বই কেনা দেখানো হয় বাস্তবে সে পরিমাণ বই আদৌ থাকে না বলে অভিযোগ রয়েছে। কিছুদিন আগে ঢাকার একজন বিশিষ্ট লেখকের পুরানো ও পরিত্যক্ত বই পুস্তক 'দুর্লভ' আখ্যা দিয়ে ক্রয় করা হয়। অথচ এগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানদের চাহিদা অনুযায়ী তৈরী তালিকা বাদ দিয়ে খেয়াল-খুশী মত বই কেনা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংঘটিত এই ঘাপলার তদন্ত উচ্চ পর্যায়ে হওয়া প্রয়োজন বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। কেননা স্থানীয়ভাবে এর তদন্ত করা হলে তা মোটেই নিরপেক্ষ হবে না। অতীতে বিভিন্ন দুর্নীতি ও আত্মসাতের ঘটনার তদন্ত সে কথাই প্রমাণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেছেন।